## সম্পাদকীয়

"পথের চিঠি" আনল বয়ে, আগমনীর রেশ
আনন্দে তাই আমরা হারাই, পথের মাঝে বেশ
পুলক জাগে ভূলোক জুড়ে, ঢাকের বাদ্যি মাঝে
হই না কেন মাতোয়ারা, সকাল থেকে সাঁঝে
বাজনা বাজুক, খাজনা লাজুক, পথের চিঠি খোলায়
মা দুর্গা থাকুন মাথায়, আসুন চড়ি দোলায়।

রোমাঞ্চকর যাত্রা জন্ম থেকে মৃত্যুর অমৃত পারাবারের উদ্দেশ্যে রেখে যায় নূতন জীবনের সম্ভাবনা। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা সব আসে পালা করে। মানুষের অধরা মনেও প্রতিনিয়ত এই ঘূর্ণিবৎ যুদ্ধ শুভ আর অশুভের -ভালো আর মন্দের -সৃষ্টি আর ধ্বংসের। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ"।

প্রকৃতিও ঘোরে চক্রাকারে। ষড় ঋতু পর্যায়ক্রমে রঙ্গমঞ্চে আসে রূপের ও রঙের পসরা সাজিয়ে-সময় হলে বিদায় নেয় করুণ সুরে।

শারদীয়ার আবাহন বাহিরে ও অন্তরের এই অশুভ শক্তি বিনাশের প্রয়াস। শুভ বুদ্ধি জাগরণের পুণ্য লগ্ন, সৃষ্টির আনন্দে সত্য-শিব-সুন্দরের আরাধনার পবিত্র তিথি। শিউলি আর কাশ ফুল তাই সুন্দরের ডালি নিয়ে মায়ের মর্ত্যে আগমন প্রতীক্ষায়। আর আমাদের এই 'পথের চিঠি' মানুষের সেই অকলুষ হৃদয়েরই আনন্দের প্রকাশ, সৃষ্টিশীল মনেরই প্রতিভাস।

আমাদের সবার দৈনন্দিন জীবনে মাঝে মাঝে আসে খুশীর প্রজাপতি, আনন্দের জোয়ার। আবার সুখের শিশির শুকিয়ে কখনও পরিবেশ হয় নৈরাশ্যজনক ও বেদনাময়। জ্ঞানের পরিশুদ্ধ আলোকে, সঠিক পথ চিনে আমরা যেন সব পরিস্থিতিতেই নিজেদের কঠিন পরিচয় দিতে পারিঃ মনের সংকীর্ণতা, দীনতা, অশুভ বোধের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রেম, ভালবাসা, দয়া, মমতা প্রভৃতি শুভ হৃদয়বৃত্তি দিয়ে নিজের ও অপরের জীবন আরও সুন্দর করে তুলি। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শরতের এই নির্মল দিনে সেই হোক আমাদের প্রার্থনা ও অঙ্গীকার।

মা গোঃ তোমার জ্যোৎস্নায় করি পুজোর আয়োজন
বনভূমি হাঁক দেয় 'মা-ওগো-মা'
দোষ ত্রুটি ঢেকে তুমি করে দিও ক্ষমা।

সবাইকে শারদীয়া প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। সবাই সুস্থ থাকুন।

সীমা ব্যানার্জী-রায়
ডালাস-টেক্সাস।